بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলিফা রাশেদ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

১৪ জানুয়ারী ২০২২

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত খুৎবার আগের খুৎবায় হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)'র বর্ণনা চলছিল। হিজরতের যাত্রাপথে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর পশ্চাদ্ধাবনকালে সুরাকা বিন মালিকের ঘটনার কিছু বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী সুরাকা যখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন রসুলে করীম (সাঃ) বলেন, এ সুরাকা! সেসময় তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন কিসরার কাঁঙ্কন তোমার হাতে হবে। একথায় সুরাকা চকিত হয়ে উঠে বলে ওঠেন যে, কিসরা মানে হর্মজ? তিনি (সাঃ) বলেন, হ্যাঁ সেই। সুতরাং যখন হযরত উমর (রাঃ)'র খেলাফতকালে কিসরার বাদশাহী কাঙ্কন, মুকুট ও কোমরবন্দ সামনে আনা হয়, তখন হযরত উমর (রাঃ) সুরাকাকে ডেকে আনেন ও তাঁকে সেই কাঙ্কন পরিধান করান এবং বলেন, বলো! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য, যিনি কিসরার হর্মজের কাছ হতে এদুটি ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের দান করেছেন। এরূপ বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, সুরাকাকে এ শুভ ভবিষ্যদ্বাণীটি হুনাইন তথা তায়েফ নামক স্থান হতে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন দেওয়া হয়েছিল।

হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে সুরাকার নিজ মুখনিসৃত ঘটনার উল্লেখ করেন। বারংবার ভবিষ্যফল অনুচিত হলে তথা ঘোড়ার পাঁ বালুতে পুঁতে গেলে সুরাকা বলেন যে, এরূপ অবস্থায় আমি এটা বুঝতে পারি যে, এখন এ ব্যক্তির ভাগ্য-তারকা উঁচুতে রয়েছে তথা অন্তত এ ব্যক্তিই অর্থাৎ আঁহযরত (সাঃ) বিজয়লাভ করবেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন যে, যখন সুরাকা ফিরে আসতে শুরু করেন তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্তায়ালা ভবিষ্যদ্বাণীর পরিস্থিতি আঁহযরত (সাঃ)এর ওপরে পরোক্ষভাবে প্রকট করে দেন। তিনি (সাঃ) বলে ওঠেন, সে সময় তোমার কিরূপ অবস্থা হবে, যখন কিসরার কাঙ্কন তোমার হাতে হবে। মহানবী (সাঃ)এর এ ভবিষ্যদ্বাণী ষোল সতের বছর পরে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। সুরাকার মুসলমান হওয়ার পরে তিনি এ ঘটনা মুসলমানদের সামনে অতীব গর্বের সঙ্গে বর্ণনা করতেন, তথা মুসলমানরাও এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ইরান বিজয়ের পরে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যখন মুসলমানদের করায়ত্ত হয়, তখন হযরত উমর (রাঃ) কিসরার বাদশাহী কাঙ্কন দেখেন এবং সম্পূর্ণ ঘটনাটা উনার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই দূর্বলতা তথা বিবশতার কঠিন সময়ে যখন খোদার রসুলকে নিজ বস্তী ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে হয়। ঠিক সেই সময়ে সুরাকা তথা অন্যান্যরা রসুলে করীম (সাঃ)এর পেছনে এ জন্যই ঘোড়া দৌড়িয়েছিল যে, যেমন করেই হোক রসুলে করীম (সাঃ)কে ধরে এনে মক্কাবাসীদের হস্তান্তর করা, যার বিনিময়ে তারা একশ উঁটনীর মালিক হতে

পারে। সেই সময়ে আঁহযরত (সাঃ)এর সুরাকাকে এই শুভ সংবাদ দেওয়া, কত মহান ও সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। হযরত উমর (রাঃ) সুরাকাকে আদেশ দেন যে, তিনি যেন কিসরার কাঙ্গন নিজ হস্তে পরিধান করেন। উত্তরে সুরাকা বলেন যে, মুসলমানদের জন্য সোনা পরিধান করা বর্জিত হয়েছে। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ! মানা রয়েছে কিন্তু এরূপ পরিস্থিতির জন্য নয়। আল্লাহ্তায়ালা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)কে তোমার হাতে সোনার কাঙ্গন দেখিয়েছিলেন। হয় তুমি এ কাঙ্গন পরিধান কর অথবা তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে। সুরাকা তখন সেই কাঙ্গন নিজ হস্তে পরিধান করেন এবং এ দৃশ্য সকল মুসলমানরা স্বচক্ষে দর্শন করেন।

হিজরতকালীন যাত্রার সময়ে হযরত রসুলে করীম (সাঃ)এর কাফেলা, যাত্রার অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সন্ধানে উম্মে মা'আদ এর তাঁবুর নিকটে এসে দাঁড়ায়। উম্মে মা'আদ একজন বাহাদুর মহিলা ছিল, যে পথিকদেরকে খাবার খাওয়াত। যখন সেখানে রসুলে করীম (সাঃ)এর কাফেলা এসে পৌঁছায়, সেসময় উম্মে মা'আদের গোত্র দুর্ভিক্ষের কবলে পীড়িত ছিল, সুতরাং তার নিকটে রসুলে করীম (সাঃ)এর সামনে উপস্থিত করার মত কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। উম্মে মা'আদ-এর আহ্বানে একটা অতীব দুর্বল ছাগলের দুধ দোহানোর চেষ্টা করা হয়, পরন্তু রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর দোয়ার বরকতে সেই ছাগল থেকে অত্যধিক পরিমানে দুধ পাওয়া যায়।

রসুলে আকরাম (সাঃ) সেসময়ে রাস্তাতেই ছিলেন, যখন হযরত জুবাইর (রাঃ)'র সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি একদল মুসলমানের সহিত সিরিয়া হতে বানিজ্য করে দেশে ফিরছিলেন। হযরত জুবাইর (রাঃ) একজোড়া সাদা কাপড় আঁহযরত (সাঃ)কে তথা একটি হযরত আবুবকর (রাঃ)কে উপহার হিসাবে দেন।

যেহেতু হযরত আবুবকর (রাঃ) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, আর বানিজ্যের কারণে তিনি এপথে বারংবার আসা যাওয়া করতেন, সুতরাং অধিকাংশ লোকজন তাঁকে চিনত কিন্তু তারা আঁহযরত (সাঃ)কে চিনত না। অতএব তারা হযরত আবুবকর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করত যে তোমার আগে আগে ইনি কে? হযরত আবুবকর (রাঃ) উত্তরে বলতেন **"হাযা ইয়াহ্দিনাস সাবিল"** অর্থাৎ ইতি আমার হাদী অর্থাৎ পথপ্রদর্শক। তারা এউত্তরে মনে করত যে হয়ত বা ইতি কোন গাইড, যাঁকে রাস্তা দেখানোর জন্য তিনি সঙ্গে নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) অন্য অর্থে একথা বলতেন।

আটদিন যাত্রা করে খোদার সহায়তায় অন্ততঃ সোমবারের দিন আঁহযরত (সাঃ) কুবা নামের স্থানে পৌঁছে যান। এস্থানটি মদীনা হতে মাত্র দুই মাইলের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন, একজন ইহুদী আঁহযরত (সাঃ)এর উঁটনী আসতে দেখে বুঝতে পারে যে এ কাফেলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর কাফেলা। সুতরাং সে বস্তীবাসীদের উদ্দেশ্যে আওয়াজ দেয়, তো মদীনা হতে প্রত্যেক ব্যক্তি কুবা অভিমুখে দৌড় দেয়। মদীনার অধিকাংশ লোক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর সহিত পরিচিত ছিলেন না। যখন কুবার বাইরে মহানবী (সাঃ) একটা গাছের নিচে বসেছিলেন, তথা লোকেরা দৌড়ে দৌড়ে সেখানে আসছিলেন, কেননা রসুলে করীম (সাঃ) অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে বসেছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর চাইতে বয়সে কম হওয়া স্বত্তেও তাঁর দাড়ির কিছু অংশ সাদা হয়ে গিয়েছিল, তাছাড়া রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর চাইতে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র পোষাক কিছুটা উন্নতমানেরও ছিল। এমতাবস্থায় মদীনাবাসীদের মধ্য থেকে যাঁরা রসুলে করীম (সাঃ) কে চিনতেন না তাঁরা, হযরত আবুবকর (রাঃ)কে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মনে করে অতীব সম্মানপূর্বক তাঁর দিকে মুখ করে বসে যান। এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হযরত আবুবকর (রাঃ) ব্যাপারটা বুঝে যান যে লোকেদের ভ্রম হয়েছে, তাই তিনি তৎক্ষনাৎ চাদর সূর্যের সামনে ওত করে দাঁড়িয়ে পড়েন, এবং বলেন যে, হে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আপনার ওপরে সূর্যের রোদ পড়ছে, আমি আপনার ওপর ছায়া

করছি। এরূপভাবে তিনি সুক্ষ যুক্তি প্রকাশ করে সাধারণদের ভ্রম দূরীভূত করেন।

হযরত আনাস বিন মালেক বলেন যে, যখন আঁহযরত (সাঃ)এর পদধূলি পড়ে তো মদীনা উজ্জ্বলিত হয়ে যায়, আর যখন আঁহযরত (সাঃ)এর ইন্তেকাল হয়, সেদিন মদীনা এমনভাবে অন্ধকার হয়ে যায় যে, এর পূর্বে আমি কখনও মদীনায় এত অন্ধকার দেখিনি। কুবার আনসাররা মহানবী (সাঃ)এর অতীব হার্দিক ও উষ্ণ অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) কুলসুম বিন আলদহম এর ঘরে বিশ্রাম করেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি (সাঃ) বনু উমর বিন আউফ এর মহল্লায় দশের চাইতেও অধিক রাত্রি অতিবাহিত করেছিলেন। বর্ণনায় রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বনু উমর বিন আউফ এর জন্য সেখানে মসজিদ এর ভিত্তি রাখেন। যখন তিনি (সাঃ) সেখানে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তো সর্বপ্রথমে কেবলামুখী একটা পাথর রাখেন। অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) সেই পাথরের পাশে আর একটি পাথর বসান। তারপরে হযরত উমর (রাঃ) আর একটা পাথর এনে উক্ত পাথর দুটির পাশে বসিয়ে দেন। এবং তারপরে সব লোকেরা মসজিদ নির্মান শুরু করে দেন। মসজিদে কুবার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এটা সেই মসজিদ যার ভিত্তি তাকওয়ার ওপরে রাখা হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মদীনার সমস্ত মসজিদ-যেখানে মসজিদে কুবাও অন্তর্গত, সবগুলির ভিত্তি তাকওয়ার ওপর রাখা হয়, কিন্তু যে মসজিদের ব্যাপারে কুরআন করীমের আয়াত অবতীর্ণ হয় সেই মসজিদ হল মসজিদ-এ-কুবা।

হযরত মীর্যা বশীর আহমদ (রাঃ) বলেন যে, কুবায় দশদিন অতিবাহিত করার পরে জুম্মার দিন আঁহযরত (সাঃ) মদীনার অভ্যন্তর দিশায় যাত্রা করেন। আনসার তথা মুহাজেরীনদের একটি দল উনার সঙ্গে ছিল। তিনি (সাঃ) একটি উঁটনীর ওপর আরোহিত ছিলেন আর আর একটি উঁটনীর ওপর আরোহিত ছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ) যিনি আঁহযরত (সাঃ)এর পেছনে ছিলেন। এ দলটি ধীরে ধীরে মদীনার নগর অভিমুখে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে নামাযের সময় হলে আঁহযরত (সাঃ) বনু সালিম বিন আউফ এর মহল্লায় যাত্রা বিরতি করে খুৎবা দেন ও জুম্মার নামায আদায় করেন।

আঁহযরত (সাঃ)এর যাত্রা যে মুসলমানের ঘরের পাশ দিয়ে হয়, সেই গৃহস্বামীই আগ্রহভরে ভালবাসার সহিত নিবেদন করতেন যে- হে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)! এটা আমাদের ঘর, আমাদের প্রান ও সম্পদ প্রস্তুত রয়েছে আপনার সেবায়, আমাদের নিকট আপনার সুরক্ষার প্রবন্ধও রয়েছে, সুতরাং আপনি দয়া করে আমাদের এখানে থেকে যান। তিনি (সাঃ) তাঁর মঙ্গল কামনা করে এগিয়ে যেতেন। মুসলমান মহিলারা তথা বাচ্চারা খুশীর জোসে নিজ ঘরের ছাতে চড়ে চড়ে স্বাগত-গীত গাইছিলেন। মদীনার হাবসী ক্রীতদাস মহানবী (সাঃ)এর আগমনের খুশীতে তালোয়ারের খেলায় উন্মত্ত ছিল।

কিছুদিন পরে আঁহযরত (সাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ) কে মক্কা প্রেরণ করেন। তিনি মহানবী (সাঃ) তথা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র পরিবারদিগকে সসম্মানে মদিনায় নিয়ে আসেন। মদীনায় তিনি (সাঃ) যে ভূমি ক্রয় করেছিলেন, সেখানে সর্বপ্রথমে মসজিদের ভিত রাখেন তৎপশ্চাৎ নিজ এবং নিজ সাথীদের গৃহ নির্মাণ করেন।

হিজরত করে মদিনায় আসার পরে হযরত আবুবকর (রাঃ) সুন্হা নামক স্থানে খুবাইব বিন আসাফ এর গৃহে অবস্থান করেন। সুন্হা মদীনার একটি গ্রামীন এলাকার নাম, যা মদীনার মসজিদ হতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত খুবাইব এর সম্পর্ক বনু হারিস বিন খজরযের সহিত ছিল। এক কথায় হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বাস হযরত খারজা বিন যায়েদের নিকটে ছিল। কিছু বর্ণনামতে তিনি (রাঃ) সুন্হা নামক স্থানেই নিজ বানিজ্য তথা কাপড় তৈরীর কারখানা নির্মান করেছিলেন এবং তদ্বারা সেখানে ব্যবসা শুরু করে দেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বর্ণনা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলেন। অতঃপর নিম্নলিখিত মরহুমীনদের উন্নত চরিত্রের ইমানোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা করে নামাজে জুমআর পরে তাদের গায়েবানা নামায পড়ানোর ঘোষণা করেন।

(১) মুকররম চৌধুরী আসগার আলী কলার সাহেব মরহুম আসীর রাহে মওলা পুত্র মুকাররম মুহাম্মদ শরীম সাহেব কলার, ভাবলপুরা। মরহুম ১০ জানুয়ারী বন্দী থাকা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। **ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না এলাইহে রাজেউন**। মরহুমের ওপরে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১এ ২৯৫ জে. (রিসালত অপমানের-নাউজুবিল্লাহ্) ধারায় মুকদ্দমা দায়ের করে ২৬ সেপ্টেম্বর বন্দী করা হয়। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, রেসালত অপমানের দোষ তো আহমদীদেরকে কে দ্রুত লাগিয়ে দেয়া হয়। মরহুম পরিবারের মধ্যে একাই আহমদী ছিলেন, আর্থিক তাহরিকে বেশী করে অংশ নিতেন। খেলাফতের অনুগত, অতিথি পরায়ণ, তবলিগে রুচি রাখতেন, ইবাদতগুজার তথা ১/৮ অংশ দানকারী মুসী ছিলেন। (২)মুকাররম মির্জা মুমতাজ আহমদ যিনি ওকালতে উলিয়া রাবওয়ার কার্যকর্তা ছিলেন। (৩)মুকাররম কর্ণেল রিটায়ার্ড ডাঃ আব্দুল খালিক সাহেব, পূর্ব এ্যডমিনিষ্ট্রেটর ফজলে উমর হাসপাতাল রাবওয়া।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) সকল মরহুমীনদের ঈমানবর্দ্ধক উন্নত চারিত্রিক গুনাবলী বর্ণনা করে তাদের আত্মার প্রতি আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমাসূলভ আচরণ তথা বুলন্দীর জন্য দোয়া করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

ONLINE SEND

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

14 JANUARY 2022

BANGLA TRANSLATION
Compose & Distribute From

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in